দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 AUG 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

45

এইচএসসি পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত রাখতে সরকারী পদক্ষেপ

আগামী ২২শে আগস্ট থেকে ঢাকা, রাজশাহী ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এই পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করা ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৭

পরীক্ষা ঃ দুর্নীতিমুক্ত রাখায় সরকারী পদক্ষেপ

(১ম পাতার পর)

গ্রহণ করেছে ঃ

দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে নীতি-নির্দেশনা প্রচার করা হয়েছে।

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শক্তিশালী ভিজিলেন্স টীম গঠন করা হয়েছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা যথাযথভাবে বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে সকল শ্রেণীর বহিরাগতের উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কেউ শৈথিল্য প্রদর্শন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরীক্ষায় দুর্নীতিতে সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক সর্বোচ্চ চার বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডসহ কঠোর শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে।

পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরিদর্শকগণ যাতে নির্ভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ভিজিলেন্স টীম পূর্ব সংবাদ না দিয়েই বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনায় শৈথিল্যের কারণে দুর্নীতি ঘটলে উক্ত কেন্দ্র বাতিল করা হবে।

কোন পরিদর্শক দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখালে বা নকল করায় সহায়তা করলে তার সরকারী অনুদান বন্ধসহ বিভিন্ন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কালি-কলম, প্রয়োজনীয় পেন্সিল ও যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্য কিছু সংগে আনতে পারবে না।

যদি কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে বা শৃংখলার পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

(ক) পরীক্ষার হলে অন্যের সংগে কথা বললে, বেঞ্চে, আসনে বা দেয়ালে কিছু লিখলে, দোষণীয় কাগজপত্র সাথে রাখলে চলতি বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

(খ) পরীক্ষার উত্তরপত্রে দোষণীয় কাগজ দেখে নকল করলে পরীক্ষা হতে দুই বছরের জন্য বিরত রাখা হবে।

(গ) নকল ধরায় বাধা সৃষ্টি করলে, পরিদর্শককে ভয়ভীতি প্রদর্শন করলে পরীক্ষা হতে তিন বছরের জন্য বিরত রাখা হবে।

(ঘ) বাহির হতে লিখা উত্তরপত্র জমা দিলে, মিথ্যা পরিচয় দান করে পরীক্ষা দিলে পরীক্ষা হতে চার বছর পর্যন্ত বিরত রাখা হবে।

বর্তমান জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের নেতৃত্বে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, সেজন্যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এবং জনপ্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। খবর তথ্য বিবরণীর।

পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কেউ শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তার সরকারী অনুদান